২৬৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৮

# প্রাইভেট টিউশনীর প্রবণতা বৃদ্ধি ঃ শিক্ষার মান হ্রাস

**সংবাদদাতা ঃ** নরসিংদী।- ইদানীং নরসিংদী জেলার সর্বত্র শিক্ষকদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনীর প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এখানকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার মান দিন দিন অবনতি হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের পড়া শিক্ষা দেয়ার চাইতে প্রাইভেট পড়াতে বেশী আগ্রহী। ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেটে পড়ালে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়। তাই এখানকার অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা এ কাজে ঝুঁকে পড়েছেন।

প্রাইভেট টিউশনী চালু থাকার কারণে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল কিছু-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধা হলেও বেশীর ভাগ গরীব ছাত্রছাত্রী লেখা-পড়ার ব্যাপারে মারাত্মকভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে। টাকার অভাবে এসব গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট পড়তে পারছে না। তাই বাধ্য হয়েই তাদের ক্লাসের পড়াশুনার উপর নির্ভর করেই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বিশিষ করে, শিক্ষকদের ক্লাসে পড়ানোর অনীহার কারণেই অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।

অভিভাবক মহলের অভিযোগে জানা গেছে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে না পড়িয়ে ভাল ফলাফলের লোভ দেখিয়ে তাদের প্রাইভেট পড়তে আগ্রহী করে তুলছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা দেয়ার চেয়ে অধিক অর্থ উপার্জনই এ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ রয়েছে।

জনৈক শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে প্রাইভেট টিউশনী করে একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে চাকরির বেতনের চেয়ে ৩/৪ গুণ বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এতে পরিশ্রমও অনেকটা কম। তাই তারা অধিক অর্থ উপার্জনের এক মাত্র সহজ মাধ্যমটি হাতছাড়া করতে রাজি নন।

বর্তমানে জেলার ৬টি থানায় প্রায় সহস্রাধিক কোচিং সেন্টার রয়েছে। জেলার সর্বত্র রাস্তার আনাচে-কানাচে এসব কোচিং সেন্টারের সাইন বোর্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব অর্থ উপার্জনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের নাম দিয়ে এসব লাভজনক পেশাকে টিকিয়ে রাখতে সর্বদা তৎপর।

এদিকে, নরসিংদী জেলার সামগ্রিক শিক্ষার মান দিন দিন নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। গত কয়েক বছরের এসএসসি, এইচএসসি এবং বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করলেই এখানকার শিক্ষার সঠিক চিত্রটি ফুটে উঠবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনীর প্রবণতা এখনই রোধ করা না গেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নরসিংদী জেলার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে।